মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৮৫

মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০ এর ৩ ধারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নলিখিত বিধিমালা প্রণয়ন করেন।

ধারা ৩-স্থিরীকৃত ইঞ্জিন স্থাপন নিষিদ্ধ। (১) কোন ব্যক্তি নদী, খাল ও বিলে স্থিরীকৃত ইঞ্জিন নির্মাণ বা ব্যবহার করতে পারবে না;
(২) উপবিধি (১) লংঘন পূর্বক নির্মিত বা ব্যবহৃত স্থিরীকৃত ইঞ্জিন এবং তাদ্বারা ধৃত মাছ আটক, অপসারণ এবং বাজেয়াপ্ত করা যাবে।

ধারা ৪-কতিপয় উদ্দেশ্যে বাঁধ, ইত্যাদি নির্মাণ নিষিদ্ধ। সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ অথবা পানি নিষ্কাশন ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি নদ-নদী, খাল বা বিলে আড়াআড়িভাবে স্থায়ী হোক বা অস্থায়ী হোক কোন প্রকার বাঁধ নির্মাণ করতে পারবে না।

ধারা ৫-বিস্ফোরক দ্রব্য প্রয়োগে মৎস নিধন করা নিষিদ্ধ। কোন ব্যক্তি অভ্যন্তরীণ বা সামুদ্রিক জলাশয়ে বিস্ফোরক দ্রব্য, বন্দুক, ধনুক এবং তীর দ্বারা মৎস নিধন করতে বা তৎমর্মে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারবে না।

ধারা ৬-বিষ, ইত্যাদি প্রয়োগে মৎস্য নিধন করা নিষিদ্ধ। কোন ব্যক্তি পানিতে বিষ প্রয়োগ বা কল-কারখানার বর্জ্য পদার্থ নিক্ষেপ বা অন্য কোন উপায়ে পানি দূষিতকরণের মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মৎস নিধন করতে বা তদমর্মে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারবে না।

ধারা ৭-কিছু মৌসুমে কতিপয় মাছ শিকার এবং নিধন নিষিদ্ধ। কোন ব্যক্তি প্রতি বছর ১লা এপ্রিল হতে ৩১শে আগস্ট পর্যন্ত নদ-নদী, খাল-বিল অথবা নদী, খাল ও বিলের সাথে সাধারণত সংযুক্ত কোন জলাশয়ে দলবদ্ধভাবে বিচরণরত শোল, গজার এবং টাকি মাছের রেণু/পোনা এবং ঐগুলোর পাহাড়াদার হিসাবে বিচরণরত মাছ মারতে পারবে না; তবে পোনা উৎপাদনের উদ্দেশ্যে উপরে বর্ণিত জাতের পোনা এবং মূল মাছ ধরা বা ধ্বংস করার ক্ষেত্রে উক্ত নিষেধ প্রযোজ্য হবে না।

ধারা ৮-কতিপয় জলাশয়ে নওলা জাতের মাছ শিকার নিষিদ্ধ। (১) কোন ব্যক্তি প্রথম তফসিলে বর্ণিত সময়কালের মধ্যে উক্ত তফসিলে বর্ণিত যে কোন আকারের নওলা জাতের মাছ অর্থাৎ রুই, কাতলা, মৃগেল, কালি বাউশ এবং ঘনিয়া প্রভৃতি মাছ ধরতে অথবা ধরার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারবে না যদি না তার এতদ উপলক্ষে উপযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক কোন লাইসেন্স থাকে;

তবে মৎস্য চাষ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে উপরিবর্ণিত নওলা জাতের মাছ ধরার জন্য লাইসেন্স ইস্যু করা যাবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত লাইসেন্স প্রদর্শিত ফরমে এবং লাইসেন্সের গায়ে উল্লিখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে ইস্যু করতে হবে।

(৩) এই বিধি মোতাবেক ইস্যুকৃত প্রত্যেকটি লাইসেন্সের জন্য ১০০ টাকার লাইসেন্স ফি আদায় করতে হবে।

ধারা ৯-মাছ বিক্রয় নিষিদ্ধ। কোন ব্যক্তি দ্বিতীয় তফসিলের ২ এবং ৩ নং কলামে বর্ণিত জাত ও আকারের মাছ উক্ত তফসিলের ৪ কলামে বর্ণিত সময়কালের যে কোন সময়ে ধরতে, পরিবহন করতে, বিক্রির জন্য প্রদর্শন করতে বা বহন করতে পারবে না:

তবে মৎস্য উৎপাদন সংক্রান্ত কারণে বা উদ্দেশ্যে মাছ ধরা, বহন করা, বিক্রয় করা, পরিবহন বা প্রদর্শন করার ক্ষেত্রে উক্ত নিষেধ প্রযোজ্য হবে না।

ধারা ১০-বাজেয়াপ্তকৃত মাছের বিক্রয়। অত্র বিধিমালার কোন বিধির লংঘনের কারণে বাজেয়াপ্তকৃত মাছ নিলামে বিক্রয় করতে হবে এবং নিলাম বিক্রয়লব্ধ টাকা সরকার কর্তৃক নির্দেশিত সরকারী হিসাব খাতে জমা দিতে হবে।

ধারা ১১-ব্যাঙ শিকার, বহন, পরিবহন, বিক্রয় প্রদর্শন ও দখল নিষিদ্ধ। অত্র বিধিমালায় যা-ই বলা থাকুক না কেন, সরকার, গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত ব্যতিক্রম ছাড়া বর্ণিত সময় ও অঞ্চলে জীবিত বা মৃত ব্যাঙ শিকার, বহন, পরিবহন, প্রদর্শন ও দখল নিষিদ্ধ করতে পারবেন।

ধারা ১২-মাছ ধরা জালের ব্যবহারের উপর বিধি নিষেধ এবং জালের ফাঁসের নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। (১) অত্র বিধিমালায় যা-ই থাকুক না কেন সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে-

ক) যে কোন মৎস শিকারীর জালের ব্যবহার এবং প্রয়োগের পদ্ধতি নিষিদ্ধ করতে পারেন;

খ) যে কোন মৎস শিকারীর জালের ফাঁসের আকার নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

(২) কোন সময়কালে এবং কোন জলাশয়ে উক্ত বিধিনিষেধ বলবৎ থাকবে তা উপবিধি (১) মোতাবেক ইস্যুকৃত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ থাকবে।

(৩) উপ-বিধি (১) বা (২) এর বিধান লংঘন করে ব্যবহৃত বা প্রয়োগকৃত মৎস শিকারী জাল এবং অনুরূপ লংঘনের মাধ্যমে ধৃত মাছ আটক ও বাজেয়াপ্ত করা যাবে।

এই বিধিটি মৎস ও পশু পালন মন্ত্রণালয়ের ০৪-১১-১৯৮৭ তারিখের প্রজ্ঞাপন (এস.আর, ও নং ২৬৯ আইন/৮৭) দ্বারা সংযোজন করা হয়।

বি: দ্র: মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২১ সেপ্টেম্বর, ২০০০ তারিখে মৎস্য রক্ষা সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৮৫ সংশোধন করা হয়। ১৯৫০ সনের মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ আইনের ৩ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার উক্ত বিধিমালার ৮ ধারা সংশোধন করে। সংশোধনে ৮-এর ১ (ক) সংযোজন করা হয়। এতে বলা হয়, উপকূলীয় অঞ্চল, নদীর মোহনায় পোনা মাছ, পোনা চিংড়ি ধরা নিষিদ্ধ।

প্রথম তফসিল

ক্রমিক নং	নদী, খাল ইত্যাদির নাম	সময়কাল
১	কুশিয়ারা নদীর ফেঞ্চুগঞ্জ রেলওয়ে ব্রীজ হতেসিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জ থানার লামা গংগাপুর গ্রাম পর্যন্ত।	প্রতি বছর ১লা এপ্রিল হতে ৩০ শে জুন পর্যন্ত।
২	কুশিয়ারা নদীর সাথে লুলা খালের সংগমস্থল হতে সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার থানার কাকরদী গ্রাম পর্যন্ত।	ঐ
৩	লুলা খালের সাথে কুশিয়ারা নদীর সংগমস্থল হতে সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জ থানার হাকালুকি হাওরের সাথে এর সংযোগস্থল পর্যন্ত।	ঐ
৪	কর্চার ডালা (কালনী নদী হইতে প্রবাহমান এবং বেড়ামোহনা নামেও পরিচিত) এর কারচা গ্রাম হতে হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং থানার মাকালচান্দি হাওর পর্যন্ত।	ঐ
৫	চয়রার খাল (কালনী নদী বা বেড়ামোহানা হতে প্রবাহমান) হালালনগর গ্রাম হতে হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং থানার মাকাল-কান্দি হাওর পর্যন্ত।	ঐ
৬	বাশুশিয়ার ডালা (বেবিয়ানা হতে প্রবাহমান) এর বাহুশা গ্রাম হতে হবিগঞ্জ জেলার নবিগঞ্জ থানার মোকার হাওর পর্যন্ত	ঐ
৭	ফতেফুর খাল (শাকা কুশিয়ারা নদী হতে প্রবাহমান) এর ফতেপুর গ্রাম হতে হবিগঞ্জ জেলার আজমিরিগঞ্জ থানার ঘরদিয়ার বিল পর্যন্ত।	ঐ
৮	সুরমা নদী-মাধবপুর খালের সাথে এবং সংগমস্থল হতে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক থানার পরকাল গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত চেঙ্গার খালের সাথে এর সংগমস্থল পর্যন্ত।	ঐ
৯	সুরমা নদী-করিরগাঁও গ্রাম হতে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতকথানার ছাতক থানাঘাট পযর্ন্ত।	ঐ
১০	সুরমা নদী-পইন্দা গ্রামের দক্ষিণ সীমানায় অবস্থিত পইন্দা নদীর সাথে এর সংগমস্থল হতে সুনামগঞ্জ জেলার সুনামগঞ্জ থানার রাকিতি	ঐ

	নদীর সাথে এর সংগমস্থল পর্যন্ত।	
১১	পিয়াইন (peain) নদী-সুরমা নদীর সাথে এর সংগমস্থল হতে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক থানার পেদর গ্রাম পর্যন্ত।	ঐ
১২	গরাখাল নদী-পিয়াইন নদীর সাথে সংগমস্থল হতে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক থানার কুরধরার সাথে এর সংগমস্থল পর্যন্ত।	ঐ
১৩	কাতাগঞ্জ নদী-পিয়াইন নদীর সাথে এর সংগমস্থল হতে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক থানার ডালাধালার মুখের সাথে এর সংগমস্থল পর্যন্ত।	ঐ
১৪	হলদা নদী-কালুরঘাট ব্রীজের নিকটে কর্ণফুলী নদীতে পতিত এর মুখ হতে চট্টগ্রাম জেলার পাঁচলাইশ, হাটহাজারী ও রাউজানথানাধীন সদরঘাট ফেরী পর্যন্ত।	প্রতি বছর ১৫ই মার্চ হতে ৩০শে জুন পর্যন্ত।
১৫	চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী ও রাউজান থানাধীন হালদা নদী হতে প্রবাহিত নিম্নবর্ণিত খালসমূহঃ (১) কৃষ্ণখালী, (২) খন্দকিয়া খাল, (৩) কাটাখালী, (৪) মাদারী খাল, (৫) কুমিরা খাল, (৬) ফ্রাগাবালিয়া খাল, (৭) ফটিক্কা খাল,(৮) খন্দারালী খাল, (৯) চেংখালী খাল, (১০) বাইজ্জাখালী খাল, (১১) ঢাকাখালী খাল, (১২) মোগদাইর খাল, (১৩) কাগুতীয়া খাল, (১৪) সোনাই খাল।	ঐ
১৬	বাংলা নদী (যাহার নিম্নভাগ স্থানীয়ভাবে ফুলজুরী হিসাবে পরিচিত)-বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি থানার চকনন্দন গ্রামের উত্তর প্রান্ত হতে বগুড়া জেলার শেরপুর থানার সিমলবাড়ি গ্রামের দক্ষিন প্রান্ত পর্যন্ত।	প্রতি বছর ১লা এপ্রিল হতে ৩০শে জুন পর্যন্ত।
১৭	করতোয়া নদী (স্থানীয়ভাবে ফুলজুরী নামে পরিচিত) সিরাজগঞ্জ জেলার সীমানা হতে বড়াল নদী পর্যন্ত, যার উত্তরে সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ থানার ছন্দইকোনা গ্রামের পূর্ব প্রান্ত এবং দক্ষিণে সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর থানার ডোমবাড়িয়া গ্রামের সর্ব দক্ষিণ পর্যন্ত।	১লা মে হতে ৩১শে জুলাই পর্যন্ত
১৮	ইছামতি নদী-সিরাজগঞ্জ জেলার সীমানা হতে করতোয়া ব্রাম্মনগাছা গ্রামের উত্তর প্রান্ত এবং দক্ষিণে সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ থানার নলকা গ্রামের দক্ষিণ প্রান্ত।	ঐ
১৯	তিস্তা নদী-কাউনিয়া রেলওয়ে জংশনের নিকটস্থ তিস্তা রেলওয়ে ব্রীজ হতে কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী থানার চিলমারী পর্যন্ত।	১৫ই মে হতে জুলাই পর্যন্ত।
২০	বগুড়া, গাইবান্ধা, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলার উপর দিয়া প্রবাহিত যমুনা নদী।	১লা এপ্রিল হতে ৩১শে জুলাই পর্যন্ত।

২১	কুড়িগ্রাম জেলার উপর দিয়া প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র নদী।	ঐ
২২	দিলবাশানিয়া এবং গজারিয়া খাল-পুটিমারী নদীতে এর মুখ হতে বাগেরহাট জেলার বাধেকার পাড়ার বাছাদীঘি পযর্ন্ত।	প্রতি বছর ১লা অক্টোবর হতে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত।
২৩	গাগুরিয়া খাল-যমুনা নদীর সাথে এর উৎপত্তিস্থল হতে বাংলা নদী পর্যন্ত যার পূর্বে সিমুল বাড়ী গ্রামের পূর্ব সীমানা এবং পশ্চিমে বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি থানার সারিয়াকান্দি গ্রামের উত্তর প্রাপ্ত।	প্রতি বছর ১লা এপ্রিল হতে ৩০শে জুন পর্যন্ত ।
২৪	যমুনা ও বাংলা নদীর মাঝখানে অবস্থিত বেলাইখাল যার পূর্বে পাকুরিয়া গ্রামের পূর্ব সীমানা এবং পশ্চিমে বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি থানার ঝাগল ধারা গ্রামের উত্তর সীমানা।	ঐ
২৫	২৫। বাংলা নদী গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা থানার মালিয়াদহা হতে বগুড়া জেলার সীমানা পর্যন্ত।	প্রতি বছর ১লা মে হতে হতে ৩১শে জুলাই পর্যন্ত।
২৬	হলদিয়া নদী-গুপিনাথপুর গ্রাম হতে গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা থানার মালিয়াদহা ঘাট পর্যন্ত	ঐ
২৭	বড়াল নদী-পদ্মা নদীর সাথে এর উৎপত্তিস্থল হতে নাটোর লোর আরানী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটস্থ রেলওয়ে পুল পর্যন্ত।	প্রতি বছর ১৫ই মে হতে ৩১শে জুলাই পর্যন্ত।

দ্বিতীয় তফসিল

ক্রমিক নং	মাছের প্রজাতি	সাইজ	সময়কাল
১	কার্পস, যেমন, কাতলা,রুই,মৃগেল, কালিবাউশ এবং ঘনিয়া।	২৩ সেন্টিমিটারের নীচে।	প্রতি বৎসর জুলাই হতে ডিসেম্বর।
২	ইলিশ (বাংলাদেশের কোন কোন অংশে জাটকা হিসাবে বহুল পরিচিত)	ঐ	প্রতি বৎসর নভেম্বর হতে এপ্রিল
৩	পাংগাস	ঐ	ঐ
৪	শিলং	৩০ সেন্টিমিটারের নীচে।	প্রতি বছর ফেব্রুয়ারী হতে জুন।
৫	৫বোয়াল	ঐ	ঐ
৬	আইর	ঐ	ঐ

কারেন্ট জাল নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন

ঢাকা ১০ই মাঘ ১৩৯৪/২৫শে জানুয়ারী, ১৯৮৮। এস, আর, ও ২৪-আইন/৮৮-মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ধারা ১২-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, মাছ ধরার ক্ষেত্রে, ৪.৫ সেন্টিমিটার বা তদপেক্ষা কম ব্যাস বা দৈর্ঘ্যের ফাঁস বিশিষ্ট নিম্নবর্ণিত জাল বা অনুরুপ ফাঁস বিশিষ্ট অন্য যে কোন জালের ব্যবহার নিষিদ্ধ করলেন ঃ

জালের প্রকার	প্রচলিত নাম	স্থানীয় নাম
ফাঁস জাল (Gillnet)	কারেন্ট জাল	১। কারেন্ট জাল। ২। জাপানী কারেন্ট জাল। ৩। ফান্দি জাল। ৪। ফাঁস জাল। ৫। কাঁপা জাল। ৬। বাঁধা জাল। ৭। কাঠিজাল।

কারেন্ট জাল নিষিদ্ধ সম্পর্কে মৎস্য আইন

- মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণকল্পে সরকার কর্তৃক একতন্তু বিশিষ্টি নাইলনের সকল ফাঁসের কারেন্ট জাল অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।
- উক্ত আইনে সকল প্রকার কারেন্ট জাল উৎপাদন, বুনন (ফেব্রিকেট), আমদানী, বিপণন, গুদামজাতকরণ, বহন, পরিবহন, নিজের আয়ত্তে রাখা অথবা ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
- এ আইনে কারেন্ট জাল উৎপাদন, বুনন, আমদানী, বাজারজাতকরণ অথবা গুদামজাত করার জন্য ৩-৪ বৎসরের জেল ও ১০,০০/- টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান রয়েছে; এবং
- এ আইনে কারেন্ট জাল বহন, পরিবহন, নিজ আয়ত্তে/মালিকানায় রাখা বা ব্যবহারের জন্য ১-৩ বৎসরের জের অথবা ৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয়দন্ডে দন্ডিত করার বিধান আছে।
- ৪ঠা নভেম্বর, ২০০২ ইং তারিখের মধ্যে অবৈধ কারেন্ট জাল নিকটবর্তী পুলিশ স্টেশন, মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর অথবা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার দপ্তরে সমর্পণ করতে হবে।

লাইসেন্সের ফরম
(ধারা–৮(২) দেখুন)

নিষিদ্ধ জলাশয়ে কার্পস(রুই জাতীয় মাছ) ধরার লাইসেন্স

১। লাইসেন্স নং তারিখ
২। যাহার বরাবরে ইস্যুকৃত----------
(পূর্ণ নাম)

(ক) পিতার নাম ঃ
(খ) স্থায়ী ঠিকানা ঃ
(গ) বর্তমান ঠিকানাঃ----------

৩। মাছ ধরিবার পদ্ধতি ঃ
৪। যে যন্ত্র ব্যবহার হইবে তাহার ধরন ও নম্বর ঃ
৫। মাছ ধরিবার অঞ্চল
৬। যে সকল মাছ ধৃত হইবে তাহাদেও প্রজাতি ও সাইজ ঃ
৭। যে স্থানে মাছ নামানো হবে ঃ

৮। পরিশোধিত লাইসেন্স ফি এম, আর নং-----

তারিখ
৯। লাইসেন্সের মেয়াদ---------হইতে----------পর্যন্ত
১০। ইস্যুর তারিখ----------

সীলসহ ইস্যুকারী
কর্মকর্তার স্বাক্ষর

লাইসেন্স নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে ইস্যু করা হয়ঃ

(ক) লাইসেন্স হস্তান্তর যোগ্য নহে।
(খ) লাইসেন্স পালন ও নিশ্চিত করিবে যে, মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষন আইন, ১৯৫০ ও তদনিম্নে প্রণীত বিধিমালার বিধান মোতাবেক মাছ শিকার করা হয়।
(গ) লাইসেন্সে বর্ণিত কোন শর্ত ভঙ্গের জন্য লাইসেন্স যে কোন সময় বাতিল হইবে।
(ঘ) অন্য কোন শর্ত, যদি থাকে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জহিরুল হক, উপ–সচিব।